ভাববাদ, আদর্শবাদ এবং বিজ্ঞান প্রসঙ্গেঃ

জামিলুল বাসার

মজিবর রহমান তালুকদারের বর্ণিত মজার হাদিসটি সংখেপে এভাবেও শ্রুত হয়:
স্থান, সময়-কাল ও ব্যক্তি একই। কিন্তু গারদ পরিদর্শনে ঝানু সোহরাওয়ার্দি কাউকে সঙ্গে নেন নি, কারো সাহায্যও নেন নি। কারণ দেশ দরদী মন্ত্রীকে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে সত্য গোপন করতে পারেন বলে। গারদে ঢুকেই দেখতে পেলেন, দরজার পার্শে পরিত্যাক্ত একটি বিশাল উঁচু বাক্সের উপরে পাতা টেবিলের উপর এক লোক বসে আছেন, হাতে তৎকালের দলের ক্যানভাস করার একটি চোঙ, ওর মধ্য থেকে দুরবীণের মত এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন। টেবিলটির দু'পার্শে পয়ার কাছে দু'জন খাতা কলম হাতে মাথা নীচু করে নির্দেশের অপেক্ষায় বসা। মন্ত্রী ভাবলেন তারই নিরাপত্তায় নিয়োজিত কোন গোয়েন্দা হবে। এই ভেবে লোকটি যে দিকেই চোঙ দিয়ে তাকান ঝানু পলিটিসিয়ান প্রধানত সে দিকেই নিরাপদ মনে করে পরিদর্শন শুরু করেন। দেখলেন এক লোক ত্রিশুল হাতে, অর্ধ পুঃ অঙ্গা বের করে দাড়িয়ে আছেন, জিজ্ঞাসা করলেন হাতে ত্রিশুল কেন? -- জান না? আমি শিব! হেসে বললেন, লুঙ্গি ঢাকুন! -- কেন! ওরা পুজো দেবে যে! আর একজন লাঠি হাতে দাড়িয়ে। -- আপনার নাম কি? -- মুছা--। আর একজন মন্ত্রির পিছন থেকে জামা উল্টিয়ে দেখতে গেলে মন্ত্রি ফিরে বললেন এ কি করছেন? -- দেখছি আপনার কুষ্ঠ রোগ আছে কি না? চোখে দেখেন তো?' ইত্যাদি ইব্রাহিম-মহাদেব পর্যন্ত খুব লম্বা হাদিছ; যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। গেট থেকে বের হওয়ার সময় ঐ উপরে টেবিলে বসা লোকটিকে ঠিক ঐ ভাবেই কর্ম রত দেখে মন্ত্রীর সন্দেহ হলো; জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ওখানে বসে ওদিকে কি দেখছেন?-- দেখছি আমার নবীগণ ঠিক মত কাজ করছে কি না! পাশের দু'জন কোন কথা না বলে মাথা নীচু করেই দু'জন দু'টো শ্লেট উঁচিয়ে ধরলেন তাতে লেখা 'কেরামন' 'কাতেবিন।' মন্ত্রী সাহেব ছিলেন মৌলবাদী ধার্মিক; কথিত হয় যে, তিনি কোন এক সময় দুই বগলে দুই বন্দুক ঠেঁষে ইসলামের খেদমতে নোয়াখালীর অগনিত হিন্দু নিধন করেছিলেন; সত্য কি না জানা নেই। তিনি হেসে বললেন দেখুন তো আমার নামটি কোন্ খাতায় লেখা? দ্'জনেই খুজে খুজে হয়রান। গারদ জেলার দুর থেকে বিষয়টি লক্ষ করছিলেন; হন্ত দন্ত হয়ে মন্ত্রীর সামনে রেজিস্টার খুলে বললেন, 'হুজুর আপনার নাম ওখানে থাকবে না! দেখুন এই খাতায়ই আপনার নাম। --ওখানে আমার নাম কেন? -- এখানে যারাই ঢুকে তাদের নাম লেখার দায়ীত্ব আমারই, ওদের নয়।

উল্লেখিত হাদিছে পাগলের বিস্তার ও পবিসংখ্যাণ অসম্ভব রকমের স্পষ্ট। তদুপরি হাদিসটি মুলত যিনি রচনা করেছেন এবং আমরা যারা ব্যবহার করি তাদের স্থান কোথায় তাও ততোধিক স্পষ্ট।

সম্প্রতি প্রকাশিত পালের উল্লেখিত শিরোনামের প্রতিবেদনটির উল্লেখযোগ্য অংশের (রঞ্জিন) অনুসরণে:বলে রাখা ভালো যে, যে প্রতিবেদনের উত্তর দিচ্ছেন সেটি কিন্তু তিনি ছাপেন নি এবং ছাপবেন না বলে ঘোষনাও দিয়েছেন।

'মজার প্রশ্ন! আপনি প্রেমে পড়েছেন-ইচ্ছা নেই। তাও পড়েছেন! ট্যাবলেট খেয়ে নিন প্রেমে কেটে যাবে! অথবা ট্যাবলে্ খেয়ে প্রেমে পড়ুন-ট্যাবলে্ট প্রেম! ট্যাবলেট বিরহ। ট্যাবলেট রাগ। ট্যাবলেট খুশী-খুশী!'
আমার বিজ্ঞাপণটি ছিল লোভ, হিংসা, মোহ ও ক্রোধের ট্যাবলেট আবিস্কারের। তা যদি আবিস্কার হয়েই থাকে, তো সাধুবাদ! গৌরবটি বাবুর নিজস্ব নয়। বলি! এক আঙগুলে গোণা মাত্র কয়েকজন রোগীর জন্য নাস্তিকসহ দুনিয়াটায় আগুন জ্বলছে। দু'টো ট্যাবলেট খাইয়ে দিলেই তো লেঠা চুকে যায়? দুনিয়ার অর্ধেক সম্পত্তি,গরু-ছাগলগুলিও রক্ষা হয়! মশাই স্বয়ং একটি খেলে বা খাওয়ালে বৃদ্ধ বয়সের অভিমানিরা অবশ্যই ফিরে এসে বৈজ্ঞানিক সত্যতা প্রমান করতে পারতেন! ভায়াগ্রা, ছারমোন্টিল ইত্যাদির খবর নতুন নয়। বেহেস্তের লোভ দেখানো শরিয়তসুলভ ওয়াজ, অসলগ্ন প্রলাপ নাস্তিকদের কি মানায়? বরং বলতেন, 'ট্যাবলয়েড' খুশী খুশী। ইচ্ছা হয় বাবুর মাষ্টার রুমের দেয়ালগুলি একবার যিয়ারত করতে।

উত্তরটা হচ্ছে, গবেষনা চলছে এই ভাববাদি মনকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বোঝার। সাফল্য এসেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যত সময় , এগোবে, বিজ্ঞান ভাববাদি মনের সমস্যা সমাধানের খুব কাছে পৌছে যাবে।
তাতে গোসাইর ইউরেকা বলার নাস্তিক্য যুক্তিটা কি? বিজ্ঞান আস্তিক-নাস্তিকদের উত্তরাধিকারী সম্পত্তি নয়! বিজ্ঞান নিয়ে তর্ক কেহই আজ পর্যন্ত করেননি। তা বহুবার বলা হয়েছে। সমালোচনা করা হয় উহার প্রাগ-অসভ্য, অমানবিক দিকটা মাত্র; যার চুড়ান্ত ফলাফল

অভিশাপ ও শূন্য। স্মরণ রাখুন ‘ভাববাদ’ বলতে কিছু স্বীকার করলেন বাবাজী! এবং বিজ্ঞান তার পিছনে উঠে পড়ে লেগেছেন। এটা সকলের জন্য আশীর্বাদ হলেও নাস্তিকদের জন্য বিশাল দুঃসংবাদ বটে!

ভাববাদি দর্শন নিয়ে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু তার লেখা পড়লে যেকোন সুস্থ পাঠক ভাবতেই পারেন ভিন্নমত কিছু পাগলের বৈঠকখানা---। --যাইহোক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভাববাদ কি, সেটার উত্তর নানান প্রবন্ধে দিয়েছি।--। তাহলেই জানতে পারবেন ভাববাদি মনের ওপর কি ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষনা চলছে। রাগ, ঘৃণা, কামনা, ভয় মানব মনের নানান অবস্থা মাত্র। এই অবস্থার ব্যাখ্যার জন্য শুধু ভাববাদি মন দায়ী? নাকি ভাববাদি মনের অস্তিত্ব ই নেই? সবটাই বস্তুবাদি বাস্তবতা যেমনটা মার্ক্সিস্টরা বলে থাকেন? নাকি পুরোটাই হর্মোনের খেলা?

দীর্ঘ ২ বৎসর যাবৎ লেখার পরে আজ বলছেন, জামিলুল বাসারের লেখার লাইন বাঁকা, ব্যাকরণ নেই, কম্পোজ ভালো নয়, বাংলা-ইংরাজি মিশিয়ে ৫২ সালের রক্ত মাখা জামার অবমাননা করা হয়েছে! কোমর ব্যাথা, উঠান ব্যাকা! আরো কত কি! না বুঝলে উত্তরটি ফরমাইলেন ভাববাদে ইমান এনে? ভাষার ধর্ম নিয়ে আবার বিতর্ক করতে চান? উল্লেখিত বাহানাগুলি কি জোক্ নয়? মজিবর রহমান তালুকদার তো আর পাগল নন! তিনি শরিয়তের পাবন্দি হলেও ৩য় ব্যক্তি মাত্র। হ্যাঁ! সম্প্রতি লেখায় কিছু কিছু বাক্যে কাবা ঘরের কুকুর তাড়ানোর মত বাক্য আছে বটে! তবে তার অর্থ এ নয় যে মুল প্রতিপাদ্য সেখানে অনুপস্থিত থাকে। বরং ভাতের নীচে মাছ দেখেই সারমেয় তাড়ানোর বৃথা চেষ্টা করা হয়েছে।

‘ভাববাদ’ নিয়ে বিজ্ঞানীরা দুস্তর গবেষণা করছে! পক্ষান্তরে নাস্তিকগণ বলছেন উহার কোনই অস্তিত্ব নেই! ‘পুরোটাই হর্মোনের খেলা?’ মানতে মোটেও বাধা নেই! তবে এখানেই কি সমাপ্তি টানতে চান? হরমোনকে কি প্রকৃতি বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন? যদি দেন তবে এই প্রকৃতি থেকেই ‘গড’ বিতর্কের যাত্রা শুরু হোক! দেখবেন এক মিলি মিটারও এগুতে পারবেন না। অতপর ঐ ‘হরমোন নামক বাঁদড়গুলি নাচায় কে? উত্তরটি যদি হয় ‘গোসাই স্বয়ং নিজেই’ তবে মজিবর রহমানের উছিলায় পাগলা টেবিলের বিতর্কের সমাপ্তি টানা যায়। আর যদি তা না হয় তবে বাঁদড়ের অনবরত প্রশ্নের কাঁধে প্রশ্নে মিথ্যা (!) গ্রহ ‘প্লুটো’ পর্যন্ত গিয়েও শেষ হবে না। তাতে গোসাই বা পাগলের দালালী ব্যবসার সুযোগ নেই। বিজ্ঞানের বই আর ডলির ছবি নকল করে আর কতো কাগজ নষ্ট করবেন। শরিয়ত ৬ খানা হাদিছ নকল করে করে দুনিয়া ভরে ফেলেছে। ওগুলি আপনাদের যেমন জানা আমারও তেমন কম-বেশি শোনা আছে। পক্ষান্তরে মোহাম্মদ (সা) প্রকৃতি সম্বন্ধে কি বলেন দেখুন:

প্রকৃতির সাঁচ হতে
আকৃতিতে এনেছি আমি
তোমাসবাকে;
আবার উক্ত সাঁচে
কজ্জলী করিব আমি
তোমাদিগকে;
তথা হতে বাহির করিব পুনঃ
তোমাসবাকে
যেমনি করেছিলাম প্রথম বারে। (২০ঃ ৫৫)

তোমাদের বর্বর অস্বীকারোক্তি
আল্লাহর অস্তিত্ব ব্যাপারে
বিস্ময় না জাগায় কোন্ জ্ঞানীর অন্তরে?
তোমরা ছিলে মৃত
তিনিই করিলেন জীবিত
তারপর আবার
মারিবেনও তিনি
জীবিত করিবেন পুনঃ
এই তার বানী। (২ঃ ২৮)

ধর্ম আসলেই পুরোটাই প্রলাপ-বিজ্ঞান না জানার জন্য ভুলভাল দর্শনের পেছনে ছোটা। তবে আধ্যাত্মিকতার প্রশ্ন গুলো মোটেও প্রলাপ নয়-সেগুলো বিজ্ঞানীরা গুরুত্বের সাথেই ভেবে থাকেন। কারন প্রশ্নগুলো সত্যিই জীবন দর্শনের জন্য গুরুত্বপুর্ণ।

সাধু! সাধু! শেষ পর্যন্ত ‘আধ্যাত্মিক’ এর উপর গোসাইর আর কোন সন্দেহ নেই! বাবুর জয় হোক! ‘ধর্মের’ জবাবটি প্রতিবেদনে দিয়েছিলাম সম্ভবত ধরা পড়ার ভয়েই ছাপা তো দুরের কথা! এমনকি কোট্ পর্যন্ত করেন নি। একিন করুণ: ভাববাদই আধ্যাত্মিক-আধ্যাত্মিকই ভাববাদ-সুফিবাদ-অতপর বিজ্ঞানবাদ; যা ধর্মবাদের প্রধান বৈশিষ্ট। উহা শরিয়ত-মারেফাত বা ধর্ম ও রাজনীতির মত পার্থক্য করার খেলো বৈজ্ঞানিক সুত্রের খোজ পেলে নকল করে জানাবেন।

আবারও বলতে হয় যে, বিজ্ঞান আস্তিক-নাস্তিকদের কবলা করা সম্পত্তি নয়! বিজ্ঞান নিয়ে তর্ক কেহই আজ পর্যন্ত করেননি। সমালোচনা করা হয় উহার প্রাগ-অসভ্য, মুক্ত অমানবিক দিকটা মাত্র।

বাবুদের কাবু হওয়ার পিছনে সম্প্রতি বেড়ায় ক্ষেত খাওয়ার মত বিজ্ঞানই শেষ ভূমিকাটি পালণ করেছে। অষ্ট্রেলিয়ার জনৈক বিজ্ঞানী নিজের দেহ ফ্রিজ ও মন সফ্‌ট ওয়ার করার খবরটি তিনি নিজেই দিয়ে ছিলেন এবং গডের সৈনিকদের জন্য দুঃসংবাদ দিয়ে স্বয়ং নিজেই ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত। আর তাই প্রলাপ বকা যুক্তিতে প্রতিবেদন না ছেপেই উহার উত্তর দানে ব্রতী হলেন! অতএব দাদার গোবর খাওয়া ব্যতীত ২য় কোন পথ আছে কিনা আধ্যাত্মিক [এস্তেখারা] করে দেখুন।

প্রকাশ থাকে যে, মুক্তমনা ঘোষনা করেছেন যে, জামিলুল বাসারকে নিয়ে তারা ক্লান্ত! অর্থাৎ মন আর মুক্ত বিহঙ্গের মত ধর্মের উপর যথা তথা উড়তে পারছেন না, শক্তি নেই! মোল্লারা যেমন বাংলার লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের ইজ্জত হানি করেছেন! কথিত হয় শেখ সাহেব লন্ডন গিয়ে ইংরাজি ভাষার রেপ্‌ করেছেন! এবারে বাসার ও রায়হান '২১শে ফেব্রুয়ারী!' ও বরকত-ছালামের রক্তাক্ত জামা আর ব্যকরণের অপকর্ম করছে! এই সমূহ দোষে বাসারকে উৎখাত করতেই হবে!! আরও কারণ 'মিশন' এর দুটি শাখাই হতাসাগ্রস্থ!! হেড অফিস 'ফেইথ ফ্রিডমের নামে ডাহা মিথ্যার ফ্রিডম' হয়তো রহমত বন্ধ করে দিতে পারে। সম্প্রতি গুরুর পদধুলি বড় একটা দৃষ্ট হয় না।

প্রায় শেষ কথাটি বলে রাখি!

বার বার শতর্ক ! ৫ সের রসগোল্লা! অতঃপর তালুকদার মামীর ধমক! অতঃপর স্ব-জ্ঞান-স্ব বিজ্ঞানে ক্ষমা চাওয়ার পরও মুদ্রা দোষটি সুধরালো না! এখনও ভেবে দেখুন গোসাই আটরশী বা ফুরফরা শরিফ বাবার দরবারে যাওয়ার দরকার আছে কি না!

দোষী আইনষ্টাইন?

ভাববাদি কথা এখনও ছাড়েন নি! যা ঘটেনি তা নিয়ে মোল্লাদের ভাববার দায়িত্ব। সেদিনকার হিটলারের দেহ মোবারকটি কোথায়! কবে! কেমনে মারা গেল তা আজও ভাববাদের উপর নির্ভরশীল! নেতাজী সুভাস বোস? 'মানবতাবাদী হাইজেনবার্গ ১৭ জন বিজ্ঞানিসহ হিটলারকে মিসগাইড করেছেন!' বাবুর পত্রটিই নিশ্চিৎ করলো যে, হিটলার কোন দিনই বোমাটি হাতে পেতেন না। যা মানবতাবাদী আইনস্টাইনের অবশ্য অবশ্যই জানার কথা ?? কারণ উভয়ই মানবতাবাদী! শত্রু নয় বরং আধ্যাত্মিকতায় বা মানষিক পরস্পর বন্ধু ছিলেন। আইনষ্টাইন বা তার বন্ধু কি রুজভেল্টকে মিসগাইড করতে পারতেন না?? বরং উস্কানী দিলেন! বুস আপনার ঐ ভাববাদ নিয়েই তো ইরাকে কেয়ামত ঘটাচ্ছেন! ইহাই কি উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক-বৈজ্ঞানিক প্রমান নয়?? আরো প্রমানের জন্য অহরহ তাকিয়ে দেখুন! ছিঃ বাবাজী! বাংলাদেশ-ভারতের জনগণ নির্বোধ বলে জামিলুল বাসারকে ফুলে লাল করে দিতেন! পক্ষান্তরে নেটের পাঠকদেরও কি সে রকম কিছু একটা ভাবছেন?? এহেন জ্ঞানীদের উত্তর দিতে ব্যকরণের কি এতই দরকার???
আইনষ্টাইন হোক কি তার বন্ধু, সম্বন্ধী হোক! নামটি তো আর বড় কথা নয়! বড় কথা হলো অসভ্য বিজ্ঞান কর্মটি! সে যে-ই হোক না কেন?

মুক্তমনাও হারালাম! ভিন্নমত ও খোয়া যাচ্ছে। মাঝখানে মামীর ভবিষ্যৎ বানী কাটায় কাটায় ফলে গেল।

ফালতু কথা:

জনাব ছেফাত উল্লাহ সম্প্রতি কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। যারপর নেই, বাধিত হয়ে জবাব দিয়েছিলাম। কত নম্বর পেলাম তা তিনি জানান নি।
ব্যক্তির উপর আঘাত না পড়া পর্যন্ত ব্যক্তিত্বের উপর যে যত উদার মনে আঘাত হানতে পারেন! তাতে মোটেই ক্লান্ত নই। পাঠকদের কথা আলাদা। তবে উহার আগে পিছে আঘাতের শানে নজুল দিলে আরো খুশী হবো। আর এ ক্ষেত্রে মুক্তমনা, সত্যিই মুক্তমনা, এজন্য আকুল ধন্যবাদ। কিন্তু 'পড়বি পর মালির ঘাড়ে!' আল্লাকে ঘাড়ে নিয়েই ছেফাত উল্লাহ (আল্লার গুণ) মুক্তমনার প্রেমে আল্লার বিরুদ্ধে খালি হাতেই সংগ্রামে লিপ্ত! তবে তার কোন দোষ নেই বরং ফুলের মতই নিস্পাপ; কিন্তু ভুল আমার চাচার! তবে আশা করি গ্রীণ কার্ডটি নেয়ার সময় যেন নামটি বদল করতে ভুলে না যান। আরবী নামে কোনই আপত্তি নেই।